रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 11 नई दिल्ली, शुक्रबार, नभेम्बर, 27, 2020 [अग्रहायण 6, 1942 शक

No. 11 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020 [AGRAHAYANA 6, 1942 (SAKAY)

নং 11 নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২০ [৬ই অগ্রহায়ণ, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ২১শে আগস্ট, ২০২০/৩০শে শ্রাবণ, ১৯৪২(শক)

(১) দি ক্যারেজ বাই রোড অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৪১),

(২) দি মেনটেনান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৫৬),

(৩) দি ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ২০১০ (২০১০-এর ৩১),

(৪) দি ইউনিয়ন টেরিটরি গুড্‌স্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ১৪) এবং

(৫) দি ইন্ডিয়ান ইন্‌স্‌টিটিউট্‌স অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ৩৩)-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 21st August, 2020/ 30 Sravana, 1942 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007),

(2) The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007),

(3) The Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010),

(4) The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and

(5) The Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

রাস্তায় বহন আইন, ২০০৭

(২০০৭-এর ৪১ নং আইন)

[২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

সার্বজনীন বাহকগণের প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য, তাঁহাদের দায়িতা পরিসীমিত করিবার জন্য এবং নিজেদের, তাঁহাদের কর্মচারীগণের বা এজেন্টগণের অবহেলা বা আপরাধিক কাজের জন্য উহাদের নিকট অর্পিত পণ্যের লোকসান বা ক্ষতি বাবত উহাদের দায়িতা নির্ধারণ করিতে পণ্যের মূল্য ঘোষণা করিবার জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:-

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন রাস্তায় বহন আইন, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) ''সার্বজনীন বাহক'' বলিতে বিভেদহীনভাবে সকল ব্যক্তির জন্য, কোন পণ্যের রসিদ অধীনে মালবাহী যান দ্বারা বাহিত পণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, অগ্রেষণ বা বণ্টনের অথবা সড়কে মোটরচালিত যান দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভাড়ার বিনিময়ে পরিবহণের কারবারে ব্যাপৃত ব্যক্তিকে বুঝায়, এবং কোন দস্তাবেজ, পণ্য বা দ্রব্য বহন করিতে বা উহা সঙ্গে করিয়া লইতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তির পরিষেবা ব্যবহার করিয়া দরজায় দরজায় ঐরূপ দস্তাবেজ, পণ্য বা দ্রব্য পরিবহণে ব্যাপৃত কোন পণ্য বুকিং কোম্পানি, ঠিকাদার, এজেন্ট, দালাল ও ক্যুরিয়ার এজেন্সিকে অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না;

(খ) ''প্রাপক'' বলিতে পণ্য অগ্রেষণের নোটে মাল প্রাপকরূপে নামোল্লিখিত ব্যক্তিকে বুঝায়;

(গ) ''প্রেরিত মাল'' বলিতে বহনের জন্য মাল প্রেরক কর্তৃক সার্বজনীন বাহককে ন্যস্ত দস্তাবেজ, পণ্য বা দ্রব্যসমূহ বুঝায়, যাহার বর্ণনা বা বিশদ বিবরণ পণ্য অগ্রেষণের নোটে প্রদত্ত হয়;

(ঘ) ''মাল প্রেরক'' বলিতে পণ্য অগ্রেষণের নোটে মাল প্রেরকরূপে নামোল্লিখিত ব্যক্তিকে বুঝায়, যাঁহার দ্বারা বা যাঁহার তরফে ঐরূপ পণ্য অগ্রেষণের নোটে উল্লিখিত দস্তাবেজ, পণ্য বা দ্রব্য বহনের জন্য সার্বজনীন বাহকের নিকট ন্যস্ত করা হয়;

(ঙ) ''পণ্য''—

(i) আধার, জাজিম বা পণ্যসমূহ সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্যবহৃত সমপ্রকৃতির দ্রব্য; এবং

(ii) জীবজন্তু বা পশুসম্পদ কে অন্তর্ভুক্ত করে;

(চ) ''পণ্য অগ্রেষণের নোট'' বলিতে ৮ ধারা অনুযায়ী নিষ্পাদিত দস্তাবেজ বুঝায়;

(ছ) ''পণ্যের রসিদ'' বলিতে ৯ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রসিদ বুঝায়;

(জ) ''ব্যক্তি'' সার্বজনীন বাহকের কারবার চালাইতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তিবর্গের পরিমেল বা সংস্থা, উহা নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন সড়ক পরিবহণ বুকিং কোম্পানি, ঠিকাদার ও এজেন্ট বা দালালকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঝ) ''বিহিত'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ঞ) ''রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার'' বলিতে মোটর ভেহিকেল্স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ৬৮ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন রাজ্য পরিবহণ প্রাধিকার বা আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারকে বুঝায়; ১৯৮৮-র ৫৯।

(ট) ''রেজিস্ট্রিকরণ'' বলিতে ৪ ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী মঞ্জুরকৃত বা নবীকৃত রেজিস্ট্রিকরণ বুঝায়।

ব্যক্তিবর্গ, রেজিস্ট্রিকরণ ব্যতীত সার্বজনীন বাহকের কারবারে ব্যাপৃত হইবেন না।

৩। (১) এই আইন প্রারম্ভের পর কোন ব্যক্তি, তাঁহাকে রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, সার্বজনীন বাহকের কারবারে ব্যাপৃত হইবেন না।

(২) সেরূপ কোন ব্যক্তি, যিনি এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সার্বজনীন বাহকের কারবারে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তিনি—

(ক) ঐরূপ প্রারম্ভের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবেদন করিবেন;

(খ) যদি তিনি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবেদন করিয়া থাকেন এবং রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্র মঞ্জুর করা না হইয়া থাকে, তাহাহইলে ঐরূপ প্রারম্ভের তারিখ হইতে একশত আশি দিন অবসানের পর ঐরূপ কারবারে ব্যাপৃত থাকিবেন না।

রেজিস্ট্রিকরণ মঞ্জুর বা নবীকরণের জন্য আবেদন।

৪। (১) যে ব্যক্তি সার্বজনীন বাহকের কারবারে ব্যাপৃত আছেন বা ব্যাপৃত হইবার অভিপ্রায় করেন, তিনি রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের নিকট সার্বজনীন বাহকের কারবার চালাইবার জন্য রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণার্থে আবেদন করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদন, যে এলাকায় ঐ আবেদনকারী বসবাস করেন বা যেখানে তাঁহার প্রধান কারবারস্থল রহিয়াছে, তাহার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের নিকট, ঐ আবেদন যে প্রধান কার্যালয়ের জন্য তাহা বিবৃত করিয়া যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে এবং রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারকে প্রদেয় সেরূপ ফী সহযোগে করিতে হইবে।

(৩) প্রধান কার্যালয়ের জন্য রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণের নিমিত্ত আবেদনে, যে রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় রেজিস্ট্রিকৃত হইবে তাহার ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে চালিত হইবে এরূপ কোন শাখা কার্যালয় থাকিলে তাহার বিবরণ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে কোন শাখা কার্যালয় খোলা বা বন্ধ করিবার জন্য প্রধান কার্যালয়ের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার, রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণের পূর্বে, এই মর্মে প্রতীত হইবেন যে আবেদনকারী, যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেরূপ শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছেন।

(৫) রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার, (২) উপধারা বা (৩) উপধারা অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর এবং আবেদনকারী যে (৪) উপধারার অনুজ্ঞাসমূহ পূরণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে প্রতীত হইবার পর, সার্বজনীন বাহকের কারবার চালাইবার জন্য যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও সেরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে, ক্ষেত্রানুযায়ী, রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর করিবেন বা উহার নবীকরণ করিবেন:

তবে রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণের জন্য কোন আবেদন রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবে না, যদিনা, ঐ আবেদনকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ লিখিতভাবে প্রদত্ত হয়:

পরন্তু, যদি আবেদনের তারিখের ষাট দিনের মধ্যে ঐরূপ প্রত্যাখ্যানের বিষয় জ্ঞাপন করা না হয়, তাহাইলে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার তদতিরিক্ত ত্রিশদিন সময়সীমার মধ্যে ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণ করিবেন।

(৬) (৫) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বা নবীকৃত রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রে বিভিন্ন রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে যে শাখা কার্যালয়সমূহ চালিত হইবে তাহার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এবং উহা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ মঞ্জুরি বা নবীকরণের তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়সীমার জন্য বৈধ থাকিবে:

তবে (৩) উপধারায় উল্লিখিত শাখা কার্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রিকরণের ক্ষেত্রে, ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণের বৈধতা প্রধান কার্যালয়ের জন্য মঞ্জুরকৃত রেজিস্ট্রিকরণের বৈধতা পর্যন্ত সীমিত থাকিবে।

(৭) রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারী—

(ক) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে একটি রেজিস্টার রক্ষণ করিবেন;

(খ) রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রে উল্লিখিত প্রধান কার্যালয়কে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে আবেদন পেশ করিবেন:

তবে ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুমতি মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং যদি না ঐ আবেদনকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করা হয় এবং রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কর্তৃক লিখিতভাবে ঐরূপ প্রত্যাখ্যানের কারণ প্রদত্ত হয়, তাহাইলে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করিবার জন্য কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইবে না:

পরন্তু রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ত্রিশদিনের মধ্যে ঐ অনুমতি মঞ্জুর না করিবার বা প্রত্যাখ্যানও না করিবার ক্ষেত্রে, স্থানান্তরকরণের জন্য অনুমতি মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হয় তাহার নিকটে, এবং সড়ক পরিবহণ ও রাজপথের সহিত সংশ্লিষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগের পরিবহণ সম্পর্কিত গবেষণা বিভাগের নিকটে প্রত্যেক বৎসর একত্রিশে মার্চ তারিখের পরবর্তী একশত কুড়ি দিনের মধ্যে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ তথ্য ও রিটার্ণ দাখিল করিবেন;

(ঘ) উহাতে বা উহার প্রধান কার্যালয়ে এবং শাখা কার্যালয় থাকিলে প্রতিটি শাখা কার্যালয়ের কোন দৃষ্টি আকর্ষক স্থানে মূল রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার, কোন নোটারি অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের গেজেটেড আধিকারিক কর্তৃক উহার প্রত্যয়িত শংসিত প্রতিলিপি প্রদর্শন করিবেন।

(৮) কোন সার্বজনীন বাহক, যে মোটর যানের রেজিস্ট্রিকরণ সংখ্যা পণ্য অগ্রেষণের নোটে বা পণ্যের রসিদে প্রদত্ত হয়, উহার রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রে উল্লিখিত মোটরযানের সর্বমোট ওজনের অধিক বোঝাই করিবেন না, এবং সর্বমোট ওজনের অধিক বোঝাই করিবার অনুমতি দিবেন না।

রেজিস্ট্রিকরণ নিলম্বন বা বাতিলকরণ।

৫। (১) যদি রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের এরূপ প্রতীতি হয় যে রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারী ৪ ধারার (৭) উপধারার কোনও বিধান পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহাইলে উহা ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারীকে ত্রিশদিন সময়সীমার মধ্যে উহা সংশোধন করিতে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা যাচাইযোগ্য কোন উপায়ে নোটিস প্রদান করিবেন, এবং ঐ শংসাপত্রধারীর ঐরূপ করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান কার্য সম্পূর্ণ করিয়া ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কোন মালপ্রেরকের নিকট হইতে সার্বজনীন বাহকের বিরুদ্ধে,—

(i) পণ্যের রসিদ না দেওয়া সংক্রান্ত;

(ii) পরিবহণকালে মাল প্রেরক বা প্রাপক জিজ্ঞাসা করিলে পণ্যের খোঁজখবর না দেওয়া সংক্রান্ত; বা

(iii) অর্পণের জন্য পণ্যের বৈধ কারণ ব্যতীত আটক সংক্রান্ত; বা

(iv) পূর্বে মাল প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কেহই প্রকাশ করেন নাই অথবা সম্মতও হন নাই, অর্পণকালে এরূপ অন্যান্য অতিরিক্ত মূল্য দাবি করা সংক্রান্ত; বা

(v) ট্রাক মালিককে প্রদেয় সম্মত হওয়া মূল্য প্রদান না করা সংক্রান্ত,

কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হন, তাহাইলে উহা রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারীকে ত্রিশদিন সময়সীমার মধ্যে উহা সংশোধন করিতে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা যাচাইযোগ্য কোন উপায়ে নোটিস প্রদান করিবেন, এবং ঐ শংসাপত্রধারীর ঐরূপ করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান কার্য সম্পূর্ণ করিয়া নিয়মাবলী অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমার জন্য ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার বা মোটর ভেহিকেল্‌স অ্যাক্ট, ১৯৮৮ অনুযায়ী ঐরূপে প্রাধিকৃত অন্য কোন প্রাধিকার, ৪ ধারার (৮) উপধারার বিধান লঙ্ঘনের প্রমাণ পাইয়া থাকেন, তাহাইলে উহা ঐ সার্বজনীন বাহকের উপর মোটর ভেহিকেল্‌স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ১৯৪ ধারা অনুযায়ী বিহিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে সক্ষম হইবেন, যদিও ঐরূপ অর্থদণ্ড ইতঃপূর্বে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ পণ্যবাহী যানের চালক বা মালিক অথবা মাল প্রেরকের উপর আরোপিত হইয়া থাকে ও উহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইয়া থাকে। ১৯৮৮-র ৫৯।

(৪) রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারীকে অনুসন্ধানকালে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ না দেওয়া হইলে এবং রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ ব্যবস্থাগ্রহণের কারণসমূহ লিখিতরূপে প্রদত্ত না হইয়া থাকিলে (১) এবং (২) উপধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণের জন্য কোন ব্যবস্থা লওয়া হইবে না।

(৫) যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সার্বজনীন বাহকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হয়, তিনি (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ক্ষমতাপন্ন হইবেন, এবং অন্য যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ঐ লঙ্ঘন লক্ষ্য করিয়া থাকেন বা উক্ত উপধারাসমূহ অনুযায়ী অভিযোগ পাইয়া থাকেন, তিনি প্রধান কার্যালয়ের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন রেজিস্ট্রি করণ প্রাধিকারকে ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

(৬) যখন রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণ করা হয়, তখন রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রধারী রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের নিকট ত্রিশদিন সময়সীমার মধ্যে ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র সমর্পণ করিবেন, এবং রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারীর দায়িত্ব হইবে রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণের পূর্বে কোন মাল প্রেরকের নিকট হইতে সার্বজনীন বাহক কর্তৃক ইতঃপূর্বে গৃহীত প্রেরিত মালের অর্পণ ও লেনদেনের কাজ সম্পূর্ণ করা।

(৭) কোন রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রধারী, যে রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ঐ রেজিস্ট্রিকরণ মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাঁহাকে ঐ শংসাপত্র যে কোন সময়ে সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সমর্পণে ঐ রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্রধারীর বিরুদ্ধে যে কোন দায়িতা বকেয়া নাই এবং দায়ী প্রতিপন্ন হইলে তিনি যে ঐরূপ দায়িতা নির্বাহ করিবেন—এই মর্মে তাঁহার নিকট হইতে ঘোষণা লইবার পর, ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র প্রতিসংহরণ করিবেন:

তবে যদি ঐ সমর্পণ কোন শাখা কার্যালয় সম্পর্কিত হয়, তাহাহইলে ঐ শাখা কার্যালয় সম্পর্কিত পৃষ্ঠাঙ্কন ঐ রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র হইতে বাদ যাইবে, এবং প্রধান কার্যালয়ের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ঐরূপ বাদদেওয়া সম্পর্কে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য প্রাধিকারের নিকট প্রজ্ঞাপন করিবেন।

আপীল।

৬। (১) রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের এই আইন অনুযায়ী কোন রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নবীকরণের প্রত্যাখ্যানসূচক অথবা কোন রেজিস্ট্রিকরণ নিলম্বন বা প্রতিসংহরণসূচক আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনও ব্যক্তি ঐরূপ আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, মোটর ভেহিকেল্স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ৮৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী গঠিত রাজ্য পরিবহণ আপীলী ট্রাইব্যুনালে আপীল করিতে পারিবেন। ১৯৮৮-র ৫৯।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী আপীল, রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকারের আদেশে আপত্তির হেতুসমূহ দর্শাইয়া স্মারকলিপি আকারে দ্বিতীয়ক সহ পেশ করিতে হইবে এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফী সহযোগে করিতে হইবে।

(৩) (১) ও (২) উপধারার বিধানাবলী ক্ষুণ্ণ না করিয়া, এই আইন প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে আপীল সম্পর্কে যথা-বলবৎ মোটর ভেহিকেল্স অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ৮৯ ধারার (১) এবং (২) উপধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক আপীলের ক্ষেত্রে এরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন যথাপূর্বোক্ত ঐ বিধানাবলীতে "অনুমতিপত্রের" উল্লেখ "রেজিস্ট্রিকরণের" উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে, এই সংপরিবর্তন সাপেক্ষে এই আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৯৮৮-র ৫৯।

বার্ষিক রিটার্ণ দাখিলকরণ।

৭। প্রত্যেক রাজ্যের বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত রাজ্য পরিবহণ প্রাধিকার প্রত্যেক বৎসর সড়ক পরিবহণ ও রাজপথের সহিত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগের নিকটে ৪ ধারার (৭) উপধারার (গ) প্রকরণের অধীনে যথা-বিনির্দিষ্ট রিটার্ণের ভিত্তিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে সার্বজনীন বাহক কর্তৃক বাহিত পণ্যের বিবরণ দিয়া একটি একত্রিত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

পণ্য অগ্রেষণের নোট।

৮। (১) প্রত্যেক মাল প্রেরক, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে পণ্য অগ্রেষণের একটি নোট নির্বাহ করিবেন, যাহাতে প্রেরিত মালের মূল্য ও বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য সম্পর্কিত ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) মাল প্রেরক, পণ্য অগ্রেষণের নোটে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের সত্যতা বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

(৩) মাল প্রেরক, পণ্য অগ্রেষণের নোটে প্রদত্ত বিবরণসমূহ ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণতার কারণে লোকসানভোগ বাবত সার্বজনীন বাহককে ক্ষতিপূরণ করিবেন।

পণ্যের রসিদ।

৯। (১) সার্বজনীন বাহক,—

(ক) মাল প্রেরক কর্তৃক পণ্য বোঝাই-এর ক্ষেত্রে, ঐরূপ বোঝাই শেষ হইবার পর; বা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক পণ্য প্রাপ্তির পর;

যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও প্রণালীতে ঐ পণ্যের রসিদ দিবেন।

(২) পণ্যের রসিদের তিনটি কপি করিতে হইবে এবং মূল রসিদটি মাল প্রেরককে প্রদত্ত হইবে।

(৩) পণ্যের রসিদ, উহাতে বর্ণিত পণ্যের ওজন বা মাপ এবং অন্যান্য বিবরণ ও মোড়কের সংখ্যার প্রাথমিক সাক্ষ্য হইবে।

(৪) পণ্যের রসিদে, সার্বজনীন বাহক কর্তৃক ১০ ধারা বা ১১ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বভার গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সার্বজনীন বাহকের দায়িতা।

১০। (১) কোনও প্রেরিত মালের ক্ষতি বা লোকসান বাবত সার্বজনীন বাহকের দায়িতা, প্রেরিত মালের পণ্য, দস্তাবেজাদি বা দ্রব্যাদির মূল্য, মাশুল ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অর্থপরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইবে, যদিনা, মাল প্রেরক বা এতৎপক্ষে যথাযথরূপে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি ১১ ধারা অনুযায়ী সার্বজনীন বাহক কর্তৃক স্থিরীকৃত উচ্চতর ঝুঁকির মাশুল প্রদান করিতে ব্যক্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

(২) মাল প্রেরক ও সার্বজনীন বাহকের দ্বারা ও তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ পারস্পরিক সম্মতি হইবে সেরূপ সময়সীমা পর্যন্ত এবং ঐরূপ প্রেরিত মালের পারিণামিক ক্ষতি বা লোকসান সমেত পণ্য অগ্রেষণের নোটে বিনির্দিষ্টরূপে ব্যবস্থিত সময়সীমা পর্যন্ত বিলম্বের ক্ষেত্রে সার্বজনীন বাহকের দায়িতা, যেক্ষেত্রে ঐরূপ ক্ষতি, লোকসান বা বিলম্ব ঐ প্রেরিত মাল বাহকের দায়িত্বাধীনে থাকাকালে ঘটে, সেক্ষেত্রে ঐ মালের মাশুলের অর্থপরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে:

তবে পণ্য অগ্রেষণের নোটে ঐভাবে সম্মত হওয়া সময়সীমা অতিক্রান্তিতে (১) উপধারা বা ১১ ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে:

পরন্তু, যদি ঐ সার্বজনীন বাহক ইহা প্রমাণ করেন যে প্রেরিত মালের ঐরূপ ক্ষতি বা লোকসান বা উহা অর্পণে বিলম্ব তাঁহার বা তাঁহার কর্মচারী বা এজেন্টের ত্রুটি বা অবহেলার কারণে ঘটে নাই, তাহাহইলে ঐরূপ বাহক দায়ী হইবেন না।

উচ্চতর ঝুঁকির মূল্যে প্রেরিত মাল বহনের জন্য সার্বজনীন বাহক কর্তৃক মূল্যহার স্থিরীকৃত হইবে।

১১। প্রত্যেক সার্বজনীন বাহক, কোন বিশেষ প্রেরিত মাল বহনে তৎকর্তৃক গৃহীত উচ্চতর ঝুঁকি বাবত তিনি যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ হারে মূল্য প্রদান অধিযাচনা করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপভাবে তাঁহার দায়িতা, মাল প্রেরকের সহিত তিনি যেরূপ সম্মত হইবেন সেরূপ শর্তানুসারী হইবে:

তবে ঐরূপ বাহকের সাধারণ মূল্যহার অপেক্ষা উচ্চতর মূল্যহার প্রদান দাবী করিতে তাঁহাকে অধিকারী করিবার জন্য, তিনি সেস্থানে বা ভূগৃহাদি পরিসরে সার্বজনীন বাহকের কারবার চালান, তাহাতে ইংরাজী ও ঐ রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় ঐরূপ উচ্চতর মূল্যহারের মুদ্রিত বা লিখিত নোটিস প্রদর্শন করিবেন।

সার্বজনীন বাহকের দায়িতামুক্তি পরিসীমিতকারী শর্তাবলী।

১২। (১) প্রত্যেক সার্বজনীন বাহক, কোন প্রেরিত মালের লোকসান বা ক্ষতির জন্য পণ্য অগ্রেষণের নোট অনুসারে মাল প্রেরকের নিকট সেক্ষেত্রে দায়ী হইবেন, যেক্ষেত্রে ঐরূপ লোকসান বা ক্ষতি ঐ সার্বজনীন বাহকের অথবা তাঁহার কোন কর্মচারী বা এজেন্টের কোন আপরাধিক কাজের জন্য ঘটিয়া থাকে।

(২) প্রেরিত মালের ক্ষতি, লোকসান বা অর্পণ না করিবার জন্য সার্বজনীন বাহকের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না যে, ঐরূপ ক্ষতি, লোকসান বা অর্পণ না করা সার্বজনীন বাহক অথবা তাঁহার কোন কর্মচারী বা এজেন্টের অবহেলা বা আপরাধিক কাজের দরুন ঘটিয়াছিল।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন প্রেরিত মাল পরীক্ষা বা খুঁটাইয়া দেখিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক আটক করা হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ পরীক্ষায় বা খুঁটাইয়া দেখায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্য অগ্রেষণের নোটে বর্ণিত হয় নাই এরূপ কতিপয় নিষিদ্ধ পণ্য বা যে পণ্যসমূহের উপর প্রদেয় কর প্রদত্ত হয় নাই বা অপর্যাপ্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মাল প্রেরক কর্তৃক সার্বজনীন বাহককে ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরীক্ষা বা খুঁটাইয়া দেখিবার খরচ মাল প্রেরক বহন করিবেন, এবং ঐরূপ পরীক্ষা বা খুঁটাইয়া দেখিবার জন্য ঐ প্রেরিত মালের ঐরূপ আটকের কারণে ঘটিত কোন ক্ষতি, লোকসান বা অবচয়ের জন্য সার্বজনীন বাহক দায়ী থাকিবেন না:

তবে পণ্য অগ্রেষণের নোটে পণ্যের ঐরূপ বেঠিক বিবরণ যে মাল প্রেরকের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণের ভার সার্বজনীন বাহকের হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্যে, ''ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার'' বলিতে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ঐ বিধির বিধানাবলী পালন সুনিশ্চিত করণার্থ পণ্য পরীক্ষা করিবার বা খুঁটাইয়া দেখিবার পক্ষে যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, সেরূপ ব্যক্তি বা প্রাধিকারকে বুঝায়।

মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য বহনের জন্য বিধান।

১৩। (১) মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির কোন পণ্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ পদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ও সেরূপ রক্ষাবন্ধসমূহ পালন ব্যতীত, কোন সার্বজনীন বাহক কর্তৃক বাহিত হইবে না।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা, মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য এবং পরিবহণকালে মোটরযানের উপর বা ঐরূপ পণ্যের উপর যে লেবেল বা যে যে শ্রেণীর লেবেল বহন বা প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও প্রত্যেক সার্বজনীন বাহক, মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য সম্বলিত কোন প্রেরিত মাল পরিবহণ শুরু করিবার পূর্বে, এই বিষয় খুঁটাইয়া দেখিবেন ও সুনিশ্চিত হইবেন যে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহাহইলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত অথবা কোন সম্পত্তি বা ঐ প্রেরিত মালের লোকসান ঘটিবার ক্ষেত্রে ত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া ঐ প্রেরিত মালের পণ্য কোন বীমা সংবিদার অধীনে এক বা একাধিক বীমাপত্রের আওতাভুক্ত রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় শ্রেণীর পণ্য বহন নিষেধ করিবার ক্ষমতা।

১৪। কেন্দ্রীয় সরকার, জনস্বার্থে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে পণ্য অথবা যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের পণ্য সার্বজনীন বাহক কর্তৃক বাহিত হইবে না, তাহা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

প্রাপকের খেলাপের ক্ষেত্রে সার্বজনীন বাহকের অধিকার।

১৫। (১) যদি প্রাপক, সার্বজনীন বাহক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিসের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে কোন প্রেরিত মালের পণ্যের অর্পণ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহাহইলে ঐরূপ প্রেরিত মাল দাবিদারহীন বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে পচনশীল প্রেরিত মালের ক্ষেত্রে, ত্রিশদিনের ঐ সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং ঐ প্রেরিত মাল নোটিস প্রদানের চব্বিশ ঘন্টা সময়সীমার পর অথবা সার্বজনীন বাহক ও মাল প্রেরক কর্তৃক এবং তাঁহাদের মধ্যে যে স্বল্পতর সময়সীমায় পারস্পরিক সম্মতি রহিয়াছে তাহার পর, দাবিদারহীন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী দাবিদারহীন প্রেরিত মালের ক্ষেত্রে, —

(ক) যদি ঐরূপ প্রেরিত মাল পচনশীল প্রকৃতির হয় তাহাহইলে ঐ প্রেরিত মাল বিক্রয়ের অধিকার সার্বজনীন বাহকের থাকিবে ;

(খ) যদি ঐরূপ প্রেরিত মাল পচনশীল প্রকৃতির না হয় তাহাহইলে সার্বজনীন বাহক প্রাপকের উপর এবং প্রাপককে পাওয়া না যাইলে মাল প্রেরকের উপর নোটিস জারি করাইয়া ঐ নোটিস প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনর দিন সময়সীমার মধ্যে ঐ পণ্য অপসারণ করিতে অনুজ্ঞা করিবেন এবং ঐ নোটিস পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সার্বজনীন বাহকের, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রাপককে বা মাল প্রেরককে আর কোন নোটিস না দিয়া ঐরূপ প্রেরিত মাল বিক্রয় করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) সার্বজনিক বাহক, (২) উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত বিক্রয়াগম হইতে, ঐ বিক্রয়ের জন্য নির্বাহিত ব্যয় সমেত মাশুল, গুদামজাত করিবার ব্যয় ও অন্যান্য প্রভারের সমপরিমাণ অর্থাঙ্ক রাখিয়া দিবেন এবং ঐরূপ বিক্রয়াগম হইতে কোন উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রাপককে বা মাল প্রেরককে প্রত্যর্পণ করিবেন।

(৪) সার্বজনীন বাহক ও মাল প্রেরকের মধ্যে অন্যথা সম্মত না হইলে, প্রাপক অর্পণ গ্রহণের সময় প্রদেয় মাশুল ও অন্যান্য প্রভার প্রদানে ব্যর্থ হইবার ক্ষেত্রে, সার্বজনীন বাহক তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য প্রেরিত মাল অংশত বা সম্পূর্ণত আটক বা বিলিব্যবস্থা করিবার অধিকারী হইবেন।

মোকদ্দমা দায়ের করিবার নোটিস।

১৬। কোন প্রেরিত মালের ক্ষতি বা লোকসানের জন্য কোন সার্বজনীন বাহকের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করা যাইবে না, যদি না, ঐ মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করিবার পূর্বে মাল প্রেরক কর্তৃক ঐ প্রেরিত মাল বুকিং-এর তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ঐ সার্বজনীন বাহককে প্রেরিত মালের ক্ষতি বা লোকসানের লিখিত নোটিস প্রদান করা হইয়া থাকে।

সার্বজনীন বাহকের সাধারণ দায়িত্ব।

১৭। এই আইনে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত, যেকোন সার্বজনীন বাহক, বহন করিবার জন্য তাঁহাকে ন্যস্ত কোন প্রেরিত মালের, নিম্নলিখিত কারণসমূহ ভিন্ন অন্য যেকোন কারণে পরিবহণকালে কোন ক্ষতি, বিনষ্টি, লোকসান বা অবনতির জন্য অথবা মাল অর্পিত না হইবার জন্য দায়ী হইবেন, যথা:—

(ক) দৈব দুর্বিপাক;

(খ) যুদ্ধ বা গণশত্রুতাগত কার্য;

(গ) দাঙ্গা বা গণ আন্দোলন;

(ঘ) বৈধিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী গ্রেপ্তার, আটক বা অভিগ্রহণ;

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক অথবা, কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত উহাদের অধীনস্থ কোন আধিকারিক বা প্রাধিকার কর্তৃক আরোপিত আদেশ বা বাধানিষেধ বা প্রতিষেধ:

তবে যেক্ষেত্রে সার্বজনীন বাহক ঐ প্রেরিত মাল বহনকালে যথোচিত অধ্যবসায় ও যত্ন প্রয়োগ করিয়া থাকিলে ঐরূপ ক্ষতি, বিনষ্টি, লোকসান বা অবনতি বা অর্পণ না করা এড়াইতে পারিতেন, সেক্ষেত্রে ঐ সার্বজনীন বাহক ঐ প্রেরিত মালের ঐ ক্ষতি, বিনষ্টি, লোকসান, বা অবনতি অথবা অর্পণ না করিবার জন্য উহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন না।

রেজিস্ট্রি না করা, বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য, বা প্রতিবিদ্ধ পণ্য বহন করা সম্পর্কিত লঙ্ঘনের জন্য দণ্ড।

১৮। (১) যে কেহ ৩ ধারা, ১৩ ধারা অথবা ১৪ ধারার বিধানাবলী অথবা ১৪ ধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপণ লঙ্ঘন করেন তিনি প্রথম অপরাধের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায়, এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি এই আইন অনুযায়ী অপরাধ সঙ্ঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানি হয়, তাহাহইলে ঐ অপরাধ সঙ্ঘটনকালে যিনি কোম্পানির কারবার পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং কোম্পানির কারবার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, তথা ঐ কোম্পানি, ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনয়নের ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন:

তবে এই উপধারার কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে শাস্তির দায়িতাধীন করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে, ঐ অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল অথবা তিনি ঐ অপরাধের সঙ্ঘটন নিবারণ করিবার জন্য যথোচিত সকল অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(৩) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি কর্তৃক কোন অপরাধ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ ঐ কোম্পানির কোন অধিকর্তা, পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকের সম্মতি বা মৌনানুমোদনক্রমে সঙ্ঘটিত হইয়াছে বা উহাদের তরফে কোন অবহেলা আরোপণীয় হয়, তাহাহইলে ঐ অধিকর্তা, পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনীত হইবে ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্যে,—

(ক) ''কোম্পানি'' বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থাকে বুঝায় এবং কোন ফার্ম বা অন্য ব্যক্তি পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(খ) কোন ফার্ম সম্পর্কে ''অধিকর্তা'' বলিতে ঐ ফার্মের কোন অংশীদারকে বুঝায়।

অপরাধসমূহের শমন।

১৯। (১) ১৮ ধারা অনুযায়ী সঙ্ঘটিত কোন অপরাধ, অভিযুক্তি দায়েরের পূর্বে কিংবা পরে, রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ আধিকারিক বা প্রাধিকার কর্তৃক এবং সেরূপ অর্থপরিমাণে শমিত হইতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অপরাধ প্রশমিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐ অপরাধী ঐ অভিযোগ হইতে মুক্ত হইবেন এবং ঐ অপরাধ সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে আর কোন কার্যবাহ গ্রহণ করা যাইবে না।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

২০। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা —

(ক) ৪ ধারার (২) ও (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় বা শাখা কার্যালয়ের জন্য রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র মঞ্জুরি বা নবীকরণার্থে আবেদন করিবার ফরম ও প্রণালী এবং উহার ফী;

(খ) ৪ ধারার (৪) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী আবেদনকারীর পক্ষে যোগ্যতার অন্য যে যে শর্ত পূরণ করা আবশ্যক হইবে তাহা;

(গ) ৪ ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী যে ফরমে ও যে শর্তাবলী সাপেক্ষে রেজিস্ট্রিকরণের শংসাপত্র বা উহার নবীকরণ মঞ্জুর করা যাইবে তাহা;

(ঘ) ৪ ধারার (৭) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী রেজিস্টার বজায় রাখিবার ফরম ও প্রণালী;

(ঙ) ৪ ধারার (৭) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণ প্রাধিকার ও পরিবহণ সম্পর্কিত গবেষণা বিভাগের নিকট যে তথ্য ও রিটার্ণ দাখিল করা হইবে তাহা;

(চ) ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আপীলের স্মারকলিপি দাখিলের জন্য ফী;

(ছ) ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী মাল প্রেরক কর্তৃক যে ফরম ও প্রণালীতে পণ্য অগ্রেষণের নোট নিষ্পাদিত হইবে তাহা;

(জ) ৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী সার্বজনীন বাহক যে ফরমে ও প্রণালীতে পণ্য রসিদ প্রদান করিবেন;

(ঝ) ১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রেরিত মালের ক্ষতি বা লোকসানের জন্য সার্বজনীন বাহকের দায়িতা;

(ঞ) ১৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য বহনের জন্য যে প্রক্রিয়া ও রক্ষাবন্ধসমূহ পালন করিতে হইবে তাহা;

(ট) ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির পণ্য এবং ঐসকল পণ্য পরিবহণকালে মোটর যানে বা উহার উপরে বা ঐরূপ পণ্যের উপরে যে লেবেল বা যে শ্রেণীর লেবেল বহন বা প্রদর্শন করিতে হইবে তাহা বিনির্দিষ্টকরণ; এবং

(ঠ) অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত করা আবশ্যক হইবে বা বিহিত করা যাইবে, তাহা।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম এবং ১৪ ধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন, উহা প্রণীত বা জারি হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, সর্বমোট ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; এবং ঐ সত্রের বা পূর্বোক্ত আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে, যদি উভয় সদন ঐ নিয়মাবলী বা প্রজ্ঞাপনের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম বা প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন বা জারি করা উচিত নহে, তাহাহইলে, তৎপরে, ঐ নিয়ম বা প্রজ্ঞাপন, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ পূর্বে ঐ নিয়ম বা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা।

২১। (১) যদি এই আইনের বিধানাবলীকে কার্যকর করিতে গিয়া কোনপ্রকার অসুবিধা দেখা দেয়, তাহাহইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিবার জন্য উহার নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন:

তবে এই আইন প্রারম্ভের তারিখ হইতে দুই বৎসর অবসানের পর এই ধারা অনুযায়ী ঐরূপ কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক আদেশ প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

নিরসন ও ব্যাবৃত্তি।

২২। (১) ক্যারিয়ারস্ অ্যাক্ট, ১৮৬৫ এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল। ১৮৬৫ -র ৩।

(২) ক্যারিয়ারস্ অ্যাক্ট, ১৮৬৫-র নিরসন সত্ত্বেও, উক্ত আইন অনুযায়ী কৃত কোন কার্য ১৮৬৫ -র ৩। বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, ঐরূপ কার্য বা ব্যবস্থা যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস না হয়, ততদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা এই আইন অনুযায়ী কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা দ্বারা অধিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিয়া যাইবে।

(৩) এই ধারায় নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের উল্লেখ, নিরসনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারার সাধারণ প্রয়োগকে ক্ষুণ্ণ বা প্রভাবিত করিবার জন্য বলিয়া ১৮৯৭ -এর ১০। ধরা হইবে না।